২৫

চলো তাকওয়া অর্জন করি

সম্মান পাওয়ার জন্যে আমরা কতকিছুই-না করি। কিন্তু আল্লাহর কাছে সম্মান পেতে হলে কেবল একটি কাজই যথেষ্ট। কিভাবে আল্লাহর কাছে বেশি মর্যাদা পাওয়া যাবে, সেটা কুরআনে বলে দিয়েছেন তিনি। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

(ইন্না আকরমাকুম ‘ইংদাল্লা-হি আতক্বা-কুম)

অর্থ: তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে লোকই অধিক সম্মানিত, যে অধিক তাকওয়াবান।

(সূরা হুজুরাত, আয়াত ১৩)

আল্লাহর ভয় যার ভেতর যত বেশি, সে আল্লাহর কাছে তত বেশি সম্মানিত। তাই আমাদের উচিত আল্লাহকে বেশি বেশি ভয় করা। তাহলে আল্লাহর কাছে আমরা অনেক মর্যাদাবান হয়ে যাব। মনে থাকবে তো, বন্ধুরা?

২৬

আল্লাহ জানেন সবকিছু

এই জগতে যা কিছু ঘটে, সবই আল্লাহ তাআলা জানেন। প্রকাশ্য বা গোপন সবকিছুই তাঁর জানা আছে। আল্লাহ তাআলা একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا

(ওয়ামা- তাসক্বুতু মিঁ ওয়ারাক্বতিন ইল্লা- ইয়া'লামুহা-)

অর্থ: তাঁর অগোচরে গাছের একটি পাতাও ঝরে পড়ে না।

(সূরা আনআম, আয়াত ৫৯)

আল্লাহ তাআলা জগতের সবকিছুই জানেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে গাছ থেকে একটি পাতাও ঝরে পড়ে না। আমরা আল্লাহর ব্যাপারে এই বিশ্বাসই লালন করব। এতে আমাদের ঈমান মজবুত হবে।

২৭

আল্লাহকে দিই উত্তম ঋণ

দান-সদাকা একটি উত্তম আমল। সদাকার আমলে আল্লাহর রাগ প্রশমিত হয়। আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার প্রতি অনেক উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। তেমনই একটি আয়াত আমরা জানব এখন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا

(ওয়াআক্বীমুস সলা-তা ওয়াআ-তুযযাকা-তা ওয়াআক্বরিদ্বুল্লা-হা ক্বরদ্বান হাসানা-)

অর্থ: আর নামাজ কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও।

(সূরা মুযযাম্মিল, আয়াত ২০)

আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলে আল্লাহ তাআলা তা সাতশো গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেন। বুঝলে তো, দান-সদাকার গুরুত্ব কত? এখন থেকে বেশি বেশি সদাকা করবে। আল্লাহ এতে অনেক খুশি হবেন।

২৭.১

ক্ষমা চাইব আল্লাহর কাছে

আল্লাহর একটি সুন্দর গুণবাচক নাম হচ্ছে 'গফুর'। অর্থাৎ আল্লাহ ক্ষমাশীল। আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করতে পছন্দ করেন। তাই তিনি তাঁর গুনাহগার বান্দাদেরকে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে বলেছেন। তাওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে আমরা আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করিয়ে নিতে পারি। আল্লাহ বলেছেন,

وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

(ওয়াসতাগফিরুল্লা-হ, ইন্নাল্লা-হা গফূরুর রহীম)

আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(সূরা মুযযাম্মিল, আয়াত ২০)

আমরা গুনাহ করলে অনুতপ্ত হব। আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করে দুআ করব। ক্ষমা চাইব। এতে আল্লাহ তাআলা আমাদের মাফ করে দেবেন। মনে থাকবে তো, বন্ধুরা?

২৮

ভালো মুসলিম হতেই হবে

পূর্ণ মুসলিম হতে চাইলে ইসলামের সব বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে। কিছু মানলাম, আর কিছু মানলাম না এমনটা হওয়া যাবে না। মৃত্যুর আগেই তাই ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَ
لَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

(ইয়া-আইয়ুহাল্লাযীনা আ-মানুত্তাকুল্লা-হা হাক্কা তুক্বা-তিহী ওয়ালা- তামূতুন্না ইল্লা- ওয়াআংতুম মুসলিমূন)

অর্থ: হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো যেমনভাবে তাঁকে ভয় করো উচিত। এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০২)

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা সবসময় আল্লাহকে ভয় করে চলবে। ইসলামের সকল বিধি-বিধান মেনে চলবে। এভাবেই পরিপূর্ণভাবে মুসলিম হতে পারবে।

২৯

কথার সাথে কাজের মিল

কথার সাথে কাজের মিল থাকাটা ভালো মানুষের গুণ। আল্লাহ তাআলা চান আমরা ব্যক্তি হিসেবে আদর্শ মুসলিম হই। আমরা যেন তা-ই বলি, যা নিজেরা করি। নিজে না করে কেবল অন্যকে উপদেশ দিয়ে যাওয়া মুমিনের চরিত্র নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

(কাবুরা মাক্বতান ‘ঈংদাল্লা-হি আং তাক্বূলূ মা- লা- তাফ‘আলূন)

**আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যাপার যে,
তোমরা এমন কথা বলো যা তোমরা করো না।**

(সূরা সফ, আয়াত ৩)

আমরা অন্যদের যা যা উপদেশ দেব, সেগুলো নিজেরাও মেনে চলার চেষ্টা করব। তাহলে আল্লাহ আমাদের ভালবাসবেন।

৩০

তাওবা করি বেশি বেশি

প্রতিনিয়তই আমরা গুনাহ করছি। আল্লাহর আদেশ অমান্য করছি। এরকম অবস্থায় ইস্তিগফারই হলো গোনাহ মাফের উপায়। এর মাধ্যমেই আমরা আল্লাহর শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

(ওয়ামা- কা-নাল্লা-হু লিইয়ু'আযযিবাহুম ওয়াআংতা ফীহিম, ওয়ামা- কা-নাল্লা-হু মু'আযযিবাহুম ওয়াহুম ইয়াসতাগফিরূন)

অর্থ: (হে নবি) আপনি তাদের মাঝে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না এবং যখন তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে এমন অবস্থায় ও আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না।

(সূরা আনফাল, আয়াত ৩৩)

আমরা বেশি বেশি ইস্তিগফার করব। গুনাহ করে ফেললে সাথে সাথেই তাওবা করব। এতে আল্লাহর শাস্তি থেকে বেঁচে যাব। মনে থাকবে তো, বন্ধুরা?

৩১

চলো সৎকর্মশীল হই

আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের অনেক গুণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখানে আমরা তেমনই একটি আয়াত পড়ব। এই আয়াতে সৎকর্মশীল বান্দাদের তিনটি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ
الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

(আল্লাযীনা ইউংফীকূনা ফিসসাররা-ই ওয়াদ্দররা-ই ওয়াল কা-যিমীনাল গাইযা ওয়াল
'আ-ফীনা 'আনিন্না-স, ওয়াল্লা-হু ইউহিব্বুল মুহসিনীন)

অর্থ: যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল সব অবস্থায় সম্পদ ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ দমন করে ও অন্যের ভুল- ত্রুটি মাফ করে দেয় —এ ধরনের সৎলোকদের আল্লাহ অত্যন্ত ভালোবাসেন।

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৪)

ছোট্ট বন্ধুরা, আমরা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করব। রাগ দমন করব এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেব। এভাবে আমরা সৎকর্মশীল বান্দা হতে পারব। আর আল্লাহর ভালোবাসাও পাব।